শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য',
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য',
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী' টীকা অবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত 'ভাগবত সুবোধিনী' গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে
বিবৃতি – গৌড়ীয় ভাষ্য
তথ্য – গৌড়ীয় ভাষ্য
অনুতথ্য (পাদটীকা) – ব্যক্তিগত অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

সূচিপত্র

১ম স্কন্ধ ৯ম অধ্যায় – ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে ভীষ্মদেবের প্রয়াণ

১.৯ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে ভীষ্মদেবের প্রয়াণ

- (১-১১) - মৃত্যুশয্যায় সমাগত প্রত্যেককে ভীষ্মদেব কর্তৃক দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে স্বাগত জানানো
  - (১-৪) - পাণ্ডবগণ, শ্রীকৃষ্ণ এবং ঋষিগণ কর্তৃক ভীষ্ম দেবের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যে গমন
  - (৫-৮) - মহাত্মাদের সমাগম
- (১২-১৭) - ভীষ্মদেব কর্তৃক পাণ্ডবগণকে স্বান্তনা এবং উৎসাহ প্রদান
  - (১২-১৩) - তাঁদের দুঃখ-কষ্টের প্রতি সহমর্মিতা
  - (১৪-১৫) - কালের অপরিবর্তনীয় প্রভাব
  - (১৬-১৭) - ভগবানের অবিচিন্ত্য পরিকল্পনা গ্রহণ এবং অনুসরণ কর
- (১৮-২৪) - ভীষ্মদেব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে বন্দনা
  - (১৮-২০) কৃষ্ণই আদি নারায়ণ, কেবল মহাজনদের দ্বারাই জ্ঞাত হন
  - (২১-২৩) - কৃষ্ণের গুণ, তিনি ভক্তিযোগের দ্বারাই প্রকাশিত হন
  - ২৪ - তিনি আমার মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন
- (২৫-২৮) - ভীষ্মদেব কর্তৃক যুধিষ্ঠির মহারাজকে উপদেশ
  - বিভিন্ন ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের দ্বারা ধর্ম এবং পুরুষার্থ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা
- (২৯-৩১) - ভীষ্মদেবের শেষ সময়
  - শুভ সময় দর্শন করে তিনি মনকে বিষয় হতে নিবৃত্ত করে শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট করলেন
- (৩২-৪৩) - ভগবানের প্রতি ভীষ্মদেবের প্রার্থনা
  - আমার মন ভগবানের পার্থসারথি রূপে বিনিযুক্ত হোক
- (৪৪-৪৯) - ভীষ্মদেবের প্রয়াণ এবং তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহ
  - ৪৪-৪৬ দেবতাদের সম্মান প্রদর্শন
  - ৪৭ মহর্ষিগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন এবং প্রত্যাবর্তন
  - (৪৮-৪৯) - ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা প্রদান করে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য শাসন

- **অধ্যায় কথাসার –** নবম অধ্যায়ে ভীষ্মকর্তৃক যুধিষ্টিরের নিকট সর্দ্ধর্ম নিরূপণ, শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং তাঁহার মুক্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। (গৌড়ীয় ভাষ্য)
- এই নবম অধ্যায়ে ভীষ্মদেব নিজপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন। অনন্তর তাঁর আদেশে মহারাজ যুধিষ্টিরের নিকট বিভিধ ধর্মের বিষয়ে বললেন। পরে বহু স্তব করে ভক্তির দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণকেই প্রাপ্ত হলেন। (সারার্থ দর্শিনী)
- ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে ভীষ্মদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম পালন সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন। এই মর্তলোক থেকে তাঁর প্রয়াণের সময় ভীষ্মদেব পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর অন্তিম প্রার্থনাও নিবেদন করবেন এবং এইভাবে তিনি জড় জগতের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। (ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ১ম শ্লোক)

মৃত্যুশয্যায় সমাগত প্রত্যেককে ভীষ্মদেব - (১১-১) পাত্র-কাল-কর্তৃক দেশঅনুসারে স্বাগত জানানো

১.৯.১ –শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মদেবের নিকট যুধিষ্টিরের গমন-

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে বহু প্রজা হত্যা করার জন্য ভীত হয়ে যুধিষ্ঠির মহারাজ অতঃপর ধর্মতত্ত্ব জানার জন্য সেই যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করলেন। সেখানে ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "দেহত্যাগে ভীষ্মের প্রস্তুতি"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – অধ্যায় কথাসার দ্রষ্টব্য।

১.৯.২ – ভ্রাতাদের যুধিষ্টিরের অনুগমন –

সেই সময়ে তাঁর সমস্ত ভ্রাতারা স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত উত্তম অশ্বদের চালিত অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর রথে আরোহণ করে তাঁর অনুগমন করলেন। তাঁদের সঙ্গে ব্যাসদেব, পাণ্ডবদের প্রধান পুরোহিত ধৌম্যের মতো ঋষিরা এবং অন্যেরা ছিলেন।

১.৯.৩ – শ্রীকৃষ্ণেরও অনুগমন –

হে বিপ্রর্ষি, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনের সঙ্গে একটি রথে চড়ে তাঁদের অনুগমন করলেন। এইভাবে যুধিষ্ঠির মহারাজকে অত্যন্ত আভিজাত্যসম্পন্ন বলে মনে হতে লাগল, ঠিক যেমন কুবেরকে গুহ্যক আদি সঙ্গী পরিবৃত অবস্থায় মনে হয়।

১.৯.৪ – ভীষ্মদেবের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণসহ যুধিষ্টিরের প্রণতি –

আকাশমার্গ থেকে বিচ্যুত এক দেবতার মতো তাঁকে (ভীষ্মদেবকে) ভূমিতে শায়িত দেখে পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করলেন।

১.৯.৫ – ভীষ্মদেবকে দর্শনের উদ্দ্যেশ্যে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মহাত্মাদের সমাগম –

ভরত মহারাজের বংশধরগণের মধ্যে যিনি ছিলেন প্রধান, সেই ভীষ্মদেবকে দর্শন করার জন্য ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মহাত্মারা, অর্থাৎ সত্ত্বগুণে স্থিত দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিরা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ঋষি হচ্ছেন তাঁরা যাঁরা পারমার্থিক উপলব্ধির মাধ্যমে সিদ্ধি করেছেন। এই প্রকার পারমার্থিক উপলব্ধি রাজা অথবা ভিক্ষুক নির্বিশেষে সকলেই লাভ করতে পারে।

১.৯.৬-৭ – উপস্থিত মহাত্মাগণের পরিচয় –

সেখানে পর্বতমুনি, নারদমুনি, ধৌম্য, ভগবদাবতার ব্যাসদেব, বৃহদশ্ব, ভরদ্বাজ, পরশুরাম ও তাঁর শিষ্যবর্গ, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদ, ত্রিত, গৃৎসমদ, অসিত, কক্ষীবান, গৌতম, অত্রি, কৌশিক এবং সুদর্শনের মতো মহান মুনি ঋষিরা উপস্থিত ছিলেন।

১.৯.৭-৮ – উপস্থিত মহাত্মাগণের পরিচয় –

হে ব্রাহ্মণগণ, এছাড়া শুকদেব আদি অমল পরমহংসগণ, এবং কশ্যপ ও আঙ্গিরস প্রমুখ মুনিগণ তাঁদের নিজ নিজ শিষ্য পরিবৃত হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

১.৯.৯ – দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে সবাইকে ভীষ্মদেবের স্বাগত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন –

ধর্মতত্ত্ববেত্তা, দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কার্য সম্পাদনে দক্ষ, অষ্টবসুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব সেই সমস্ত মহাপ্রভাবশালী ঋষিদের সেখানে উপস্থিত দেখে যথাযথভাবে তাঁদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানালেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সুদক্ষ ধর্মতত্ত্ববিদেরা জানেন কিভাবে দেশ এবং কাল অনুসারে ধর্মনীতির সমন্বয় সাধন করতে হয়। পৃথিবীর সমস্ত মহান আচার্য অথবা ধর্ম প্রচারক-সংস্কারকেরা স্থান এবং কাল অনুসারে ধর্মনীতির সামঞ্জস্য বিধানের-বা ধর্ম মাধ্যমে তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পাদন করেছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু ও পরিস্থিতি রয়েছে, কাউকে যদি ভগবানের বাণী প্রচার করতে হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই দেশ এবং কাল অনুসারে সবকিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে অত্যন্ত দক্ষ হতে হবে।

১.৯.১০ – সম্মুখে উপবিষ্ট সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ভীষ্মদেবের যথাযোগ্য পূজা –

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকেরই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তবুও তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিবলে নিজ অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশিত করে থাকেন। সেই পরমেশ্বরই ভীষ্মদেবের সম্মুখে উপবিষ্ট ছিলেন, এবং যেহেতু ভীষ্মদেব তাঁর মহিমা সম্বন্ধে অবগত তাই তিনি যথাযোগ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা প্রদর্শিত হয় সর্বস্থানে তাঁর উপস্থিতির দ্বারা।

📖 ১.৯.১১ – ভাবাবেগে অশ্রুসিক্ত পিতামহ কর্তৃক অভিভূত পৌত্রদের অভিনন্দন জ্ঞাপন –

মহারাজ পাণ্ডুর পুত্রেরা তাঁদের মরণোন্মুখ পিতামহের প্রতি প্রীতিবশত অভিভূত হয়ে নিঃশব্দে কাছেই বসে ছিলেন। তাই দেখে ভীষ্মদেব ভাবাবেগে তাঁদের অভিনন্দন জানালেন। তাঁদের প্রতি প্রীতি এবং স্নেহের বশে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন বলে তাঁর চোখে ভাবোচ্ছ্বাসের অশ্রু দেখা দিল।

(১২-১৭) - ভীষ্মদেব কর্তৃক পাণ্ডবগণকে স্বান্তনা এবং উৎসাহ প্রদান

📖 ১.৯.১২ – শ্রেষ্ঠ নিরাপত্তাঃ ভগবান, ব্রাহ্মণকুল ও ধর্ম –

ভীষ্মদেব বললেন- হায়, সাক্ষাৎ ধর্মের পুত্র হওয়ার ফলে তোমরা কী ভীষণ দুঃখ-কষ্ট এবং কী ভীষণ অন্যায় আচরণ ভোগ করেছ। সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে তোমাদের জীবিত থাকার কথা নয়, তবুও ব্রাহ্মণ, ভগবান এবং ধর্মের দ্বারাই তোমরা সুরক্ষিত হয়েছিলে।

❁ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ঐ"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বিপ্রধর্মাচ্যুতাশ্রয় – তিনি পাণ্ডবদের বিশেষভাবে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তাঁরা সর্বদা ব্রাহ্মণ, ভগবান এবং ধর্মনীতির দ্বারা রক্ষিত ছিলেন। যতক্ষন তাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় দ্বারা রক্ষিত, ততক্ষন তাঁদের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই।
- যতক্ষন মানুষ সদ্‌ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে-, ধর্মনীতির অনুসরণ করে, ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে পূর্ণরূপে যুক্ত থাকে, ততক্ষণ যত দুর্দশাই আসুক না কেন নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। এই সম্প্রদায়ের একজন মহাজনরূপে ভীষ্মদেব পাণ্ডবদের সে কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

📖 ১.৯.১৩ – কুন্তীদেবীর দুঃখ-কষ্ট –

মহারথী পাণ্ডুর মৃত্যুর পর আমার পুত্রবধূ কুন্তী বহু শিশু-সন্তানাদিসহ বিধবা হন, এবং সেইজন্য বহু দুঃখ-কষ্ট তিনি ভোগ করেন। আর যখন তোমরা বড় হয়ে উঠলে, তখনও তোমাদের কার্যকলাপের জন্য তাঁকে প্রভূত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে।

📖 ১.৯.১৪ – কালের প্রভাব –

আমার মতে, এই সবই ঘটেছে অনিবার্য কালের প্রভাবে, যার দ্বারা প্রতিটি গ্রহের প্রতিটি জীব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ঠিক যেমন মেঘরাশি বায়ুর দ্বারা বাহিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বড় বড় সমস্ত গ্রহগুলি এমনকি সূর্য পর্যন্ত বায়ুর শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ঠিক যেমন বায়ু মেঘকে বহন কওে নিয়ে যায়। তেমনই কাল বায়ু এবং অন্যান্য উপাদানগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
- জড় জগতের বন্ধনে জীব যতক্ষণ আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাকে কালের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে হয়।

📖 ১.৯.১৫ – কালের প্রভাব –

অনিবার্য কালের প্রভাব কি অদ্ভুত। এই প্রভাব অপরিবর্তনীয়- তা না হলে, ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে, গদাধারী মহাযোদ্ধা ভীমসেন ও শক্তিশালী অস্ত্র গাণ্ডীবধারী মহাধনুর্ধর অর্জুন যেখানে, এবং সর্বোপরি পাণ্ডবদের সাক্ষাৎ সুহৃদ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেখানে, সেখানে প্রতিকুলতা হয় কি করে?

❁ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ভীষ্মের মৃত্যুশয্যায় মহাত্মাগণ সমবেত"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- পাণ্ডবদের জাগতিক এবং পারমার্থিক সম্পদের কোন অভাব ছিল না।
  - ★ **জাগতিক** – ভীম ও অর্জুন (সুরক্ষা)
  - ★ **পারমার্থিক** – যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণ
- কিন্তু তা সত্ত্বেও পাণ্ডবদের বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।
- কাল ভগবান থেকে অভিন্ন, এবং তাই কালের প্রভাব হচ্ছে ভগবানেরই অহৈতুকী ইচ্ছা। যা মানুষের নিয়েন্ত্রণের অতীত, তা দিয়ে শোক করার কিছুই নেই।

📖 ১.৯.১৬ – ভগবানের পরিকল্পনা জীবের পক্ষে দুর্জ্ঞেয় –

হে রাজন্, পরমেশ্বরের (শ্রীকৃষ্ণের) পরিকল্পনা কেউই জানতে পারে না। এমনকি, মহান্ দার্শনিকেরাও বিশদ অনুসন্ধিৎসা সহকারে নিয়োজিত থেকেও কেবলই বিভ্রান্ত হন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভীষ্মদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে অনাদিকাল ধরে কেউই, এমনকি শিব এবং ব্রহ্মার মতো দেবতারাও ভগবানের প্রকৃত পরিকল্পনা নির্ণয় করতে পারেন নি।
- তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে কোনরকম যুক্তি-তর্ক না করে কেবল ভগবানের নির্দেশ পালন করে যাওয়া।
- ভীষ্মদেবের মতো মহান যোদ্ধাও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন নি, কেননা ভগবান দেখাতে চেয়েছিলেন যে অধর্ম কখনো ধর্মকে পরাস্ত করতে পারে না, তাই যেই সে চেষ্টা করুক না কেন।
- ভীষ্মদেবের মতো যোদ্ধাও ভুল পক্ষ অবলম্বন করলে জয়লাভ করতে পারেন না।

📖 ১.৯.১৭ – পরমেশ্বর ভগবানের অবিচিন্ত্য সঙ্কল্প –

হে ভরতকুলতিলক (যুধিষ্ঠির), আমি তাই মনে করি যে এ সবই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্কল্পের অন্তর্গত। পরমেশ্বর ভগবানের অবিচিন্ত্য সঙ্কল্পকে স্বীকার করে নিয়ে তোমাকে তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তুমি এখন সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছ হে নাথ, এখন যারা অনাথ হয়েছে, সেই সব প্রজাদের যত্ন এবার তোমাকে নিতে হবে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- একটি জনপ্রিয় প্রবাদে বলা হয় যে, শাশুড়ী নিজের কন্যাকে শেখানোর মাধ্যমে পুত্রবধূকে শিক্ষা দেন।
- তাই ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের দেওয়া সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাকে আশীর্বাদ বলে মনে করে অকুণ্ঠ চিত্তে তা গ্রহণ করা।

(১৮-২৪) - ভীষ্মদেব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে বন্দনা

১.৯.১৮ – পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির প্রভাব –

এই শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ অচিন্ত্য, আদি পুরুষ। তিনি আদি নারায়ণ, পরম ভোক্তা। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের সৃষ্ট মায়াশক্তির প্রভাবে আমাদের মুগ্ধ করে বৃষ্ণিকুলেরই একজনের মতো হয়ে তাঁদের মাঝে বিচরণ করছেন।

✿ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "মুর্খেরা ভাবে শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ মানুষ"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বৈদিক জ্ঞান অবরোহ পন্থায় আহরণ করা হয়।
- পিতার পরিচয় মাতাই সবচাইতে ভালভাবে দিতে পারেন।
- অন্ধের মত বিশ্বাস বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস – দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে আধুনিক অন্তরিক্ষ-যান আকাশে উড়তে পারে এবং বৈজ্ঞানিকেরা যখন বলে যে তারা চাঁদের অপর পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেছে তখন মানুষেরা তাদের সেই কাহিনী অন্ধের মতো বিশ্বাস করে, কেননা তারা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেদের এই বিষয়ে অধিকারী বলে স্বীকার করেছে। অধিকারীরা বলে, আর সাধারণ মানুষ তা বিশ্বাস করে। কিন্তু বৈদিক সত্যের বিষয়ে, তাদের তা বিশ্বাস না করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।
- শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি নারায়ণ – ভীষ্মদেব বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি নারায়ণ। সে কথা ব্রহ্মাজীও শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/১৪) প্রতিপন্ন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি নারায়ণ।
- জীব মায়াবশ – শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মোহের কারণ হচ্ছে তাঁর তটস্থা নামক তৃতীয় শক্তির উপর অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা- এই দুই শক্তির ক্রিয়া। জীবেরা হচ্ছে তাঁর তটস্থা শক্তির প্রকাশ, এবং তার ফলে তারা কখনো তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা এবং কখনো বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়।

১.৯.১৯ – তাঁর অতি নিগূঢ় মহিমারাজি সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তিবর্গ –

হে রাজন্, শিব, দেবর্ষি নারদ এবং ভগবদাবতার কপিলদেব আদি সকলেই সাক্ষাৎ সংস্পর্শের মাধ্যমে তাঁর অতি নিগূঢ় মহিমারাজি সম্বন্ধে অবগত।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- দ্বাদশ মহাজন – ভগবানের যেমন অসংখ্য অংশ-বিস্তার রয়েছেন, তেমনই তাঁর অসংখ্য শুদ্ধভক্তও রয়েছেন, যাঁরা বিভিন্ন রসে তাঁর সেবায় যুক্ত। ভগবানের বারো জন মহান্ ভক্ত রয়েছেন, এবং তারা হলেন ব্রহ্মা, নারদ, শিব, কুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, ভীষ্ম, জনক, শুকদেব গোস্বামী, বলি মহারাজ এবং যমরাজ। ভীষ্মদেব যদিও তাঁদের মধ্যে অন্যতম।
- অনুভাব – আধুনিক যুগের মহান আচার্যদের অন্যতম শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অনুভাবের বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, ভগবানের মহিমা সর্বপ্রথম আনন্দ-বিভোর ভক্ত অনুভব করেন, যা স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক আদি লক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ভগবানের মহিমা অবিচলিতভাবে উপলব্ধি করার মাধ্যমে সেই অনুভাব ক্রমশ বর্ধিত হয়।
- দিব্য ভাব বিনিময় – ভগবান যখন তাঁর ভক্তদের বিপদে ফেলেন, সে সময়েও ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে দিব্য ভাবের বিনিময় হয়। "আমি আমার ভক্তকে বিপদে ফেলি, যাতে সে আমার সঙ্গে দিব্য ভাবের প্রভাবে আরও শুদ্ধ হয়।" ভক্তকে জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশায় ফেলার ফলে ভগবানকে মোহময়ী জড়জাগতিক সম্বন্ধ থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে হয়।

১.৯.২০ – পাণ্ডবদের ঘনিষ্ট আত্মীয় শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষ –

হে রাজন্, নিতান্তই মোহের বশে যাঁকে তোমরা তোমাদের মাতুল-পুত্র, অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী, মন্ত্রণাদাতা, দূত, হিতকারী, সারথি ইত্যাদি বলে মনে করেছ, তিনিই হচ্ছেন সেই পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- তাঁকে সাধারণ মানুষ বলে চিন্তা করা হচ্ছে অজ্ঞানতার স্থুলতম প্রকাশ।

১.৯.২১ – শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণ-বৈশিষ্ট্য –

অদ্বয়-তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান হওয়ার জন্য তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান। তিনি সকলের প্রতি সমভাবে করুণাশীল, ভেদবুদ্ধিজনিত অভিমানশূন্য এবং সকল প্রকার আসক্তিরহিত। তাই তিনি যা করেন, তা সবই জড় বিকারশূন্য। তিনি সমভাবাপন্ন পুরুষ।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সূর্যকে জানা তার প্রতিটি রশ্মি এবং রশ্মিও কণাসমূহের মাধ্যমে। সেইরকম ভগবানও তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকেন।
- ভগবান নিরাভিমান – পরম পুরুষ হওয়ার ফলে তিনি সর্বপ্রকার মিথ্যা অভিমান থেকে মুক্ত এবং নিজেকে কোনকিছু থেকে ভিন্ন বলে মনে করেন না।
- তাই তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তের সারথি হওয়ার জন্য নিজেকে নিকৃষ্ট বা হেয় বলে মনে করেন না। করুণাময় ভগবানের কাছ থেকে যে এই ধরনের সেবালাভ করেন, সেটি শুদ্ধ ভক্তেরই মহিমা।

১.৯.২২ – তাঁর এখানে আগমনের কারণ –

সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার জীবনের অন্তিম সময়ে কৃপা করে আমাকে দর্শন দিতে এসেছেন, কারণ আমি তাঁর ঐকান্তিক সেবক।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সর্বোচ্চ সুখ – সর্বশক্তিমান ভগবানের ইচ্ছক্রমে জীবকে এমনইভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে সে যখন সম্পূর্ণরূপে তাঁর আশ্রিত হয় তখনই সে সবচাইতে সুখী হয়।
- দেহের সম্পর্ক যেহেতু অত্যন্ত আনন্দদায়ক এবং স্বাভাবিক, তাই ভগবানকে যখন নন্দনন্দন, যশোদানন্দন, রাধাবল্লভ ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা হয় তখন তিনি অধিক প্রসন্ন হন। ভগবানের সঙ্গে এই প্রকার দৈহিক সম্পর্ক ভগবানের সঙ্গে প্রেম-বিনিময়ের আর একটি বৈশিষ্ট।
- অপ্রকৃত মাধুর্যে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে তাঁর সুবিদিত ভক্তদের মাধ্যমে তাঁর সমীপবর্তী হওয়া। কখনো সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত নয়।

📖 ১.৯.২৩ – ভক্তিসমাহিত চিত্তে তাঁর মহিমা কীর্তনের ফল –

ভক্তিসমাহিত চিত্তে যে ভক্তেরা তাঁর ভাবে আবিষ্ট হয়ে তাঁর মহিমা কীর্তন করেন, তিনি তাঁদের জড়দেহ ত্যাগের সময় সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "প্রকৃত যোগঃ পরম পুরুষ ভগবানকে দর্শন"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- যোগের অর্থ হচ্ছে অন্য সমস্ত বিষয় থেকে মনকে মুক্ত করা।
- যিনি এইভাবে তাঁর চিত্তকে একাগ্র করেন, তিনিই হচ্ছেন যোগী। ভগবানের এই প্রকার যোগীভক্ত ভগবানের সেবায় দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টাই যুক্ত থাকেন।
  - নবধা ভক্তি।
- বাসনা – বিষয় বাসনার ফলে জীবের ভব বন্ধন হয়। ভগবদ্ভক্তি জীবের স্বাভাবিক বাসনা বিনষ্ট করে না, পক্ষান্তরে তা ভগবানের প্রেমময়ী সেবার যথাযথভাবে নিয়োজিত করে। তার ফলে জীবের বাসনা চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়।

📖 ১.৯.২৪ – দেহত্যাগ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে অনুরোধ –

আমার প্রভু, যিনি চতুর্ভুজ এবং যাঁর বদনকমল নবোদিত সূর্যের মতো রক্তিম নেত্র ও প্রফুল্ল হাস্যের দ্বারা সুশোভিত, তিনি কৃপা করে আমার এই জড়দেহ পরিত্যাগের মুহূর্তে আমার জন্য প্রতীক্ষা করুন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভীষ্মদেব ভালভাবেই জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি নারায়ণ। আরাধ্য বিগ্রহ ছিলেন চতুর্ভুজ নারায়ণ বিগ্রহ।
- ভীষ্মদেবের বিনয় – বৈষ্ণব তাঁর ব্যবহারে সর্বদাই অত্যন্ত বিনীত। ভীষ্মদেব যে তাঁর দেহত্যাগের পর বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হবেন তা সুনিশ্চিত ছিল, তথাপি একজন বিনীত বৈষ্ণবরূপে তিনি মনে করেছিলেন যে তাঁর বর্তমান দেহত্যাগের পর তিনি ভগবানকে আর দর্শন নাও করতে পারেন; তাই ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডল তাঁর দেহত্যাগের সময় দর্শন করতে অভিলাষ করেছিলেন। ভগবান যদিও স্থির নিশ্চিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাঁর শুদ্ধ ভক্ত তাঁর ধামে প্রবেশ করবেন, তথাপি বৈষ্ণব কখনো গর্ববোধ করেন না।
- শুদ্ধ ভক্ত কি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন? শুদ্ধ ভক্ত কখনোই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত নন। তিনি কেবল ভগবানের শুভ ইচ্ছার উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেন। ভগবান যদি তাঁকে নরকেও প্রেরণ করেন, তাহলেও তিনি একইভাবে তৃপ্ত থাকেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কেবল একটি বাসনাই পোষণ করেন এবং তা হল তিনি যে অবস্থাতেই থাকেন না কেন তিনি যেন সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে গভীরভাবে মগ্ন থাকতে পারেন।
- এটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের সর্বোচ্চ অভিলাষ।

(২৫-২৮) - ভীষ্মদেব কর্তৃক যুধিষ্ঠির মহারাজকে উপদেশ

📖 ১.৯.২৫ – যুধিষ্ঠিরের ধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন –

সূত গোস্বামী বললেন, ভীষ্মদেবের সেই মর্মস্পর্শী বাক্য শ্রবণ করে, মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত মহান ঋষিবর্গের সমক্ষে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেবের কাছে ধর্ম-বিষয়ক বিভিন্ন কর্তব্যকর্মাদির অত্যাবশ্যক নীতি-নিয়মাদি সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বাহ্যিকভাবে বিষয়ীর ন্যায় প্রতিভাত ভীষ্মদেবের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব – ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু মহর্ষিদের উপস্থিতিতে যুধিষ্ঠির মহারাজকে ভীষ্মদেবের কাছে প্রশ্ন করার জন্য অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে বুঝিয়েছিলেন যে ভীষ্মদেবের মতো মহান ভগবদ্ভক্ত আপাতদৃষ্টিতে একজন বৈষয়িক মানুষের মতো জীবন-যাপন করলেও মহর্ষিদের থেকে, এমনকি ব্যাসদেবের থেকেও শ্রেষ্ঠ।
- শুদ্ধভক্ত দেহাত্মবুদ্ধির উর্দ্ধে – একটি বিষয় হচ্ছে যে ভীষ্মদেব তখন কেবল শরশয্যাতেই শায়িত ছিলেন না, অধিকন্তু সেই অবস্থায় তিনি অত্যন্ত বেদনাও অনুভব করছিলেন এরকম অবস্থায় তাঁকে কোন প্রশ্ন করা উচিত ছিল না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে তাঁর শুদ্ধ ভক্ত দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে দেহ এবং মনে পূর্ণরূপে সুস্থ থাকেন; অতএব ভগবদ্ভক্ত যে কোন অবস্থাতেই জীবনের আদর্শ মার্গ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ।
- পিতা চান যে তাঁর পুত্র যেন তাঁর থেকেও অধিক খ্যাতি লাভ করে। ভগবান বিশেষ দৃঢ়তা সহকারে ঘোষণা করেছেন যে তাঁর ভক্তের পূজা তাঁর পূজার থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

📖 ১.৯.২৬ – ভীষ্মদেবের উত্তর – বর্ণ ও আশ্রমের সংজ্ঞা –

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুসন্ধিৎসায় ভীষ্মদেব প্রথম মানুষের জীবনের স্বভাব ও যোগ্যতা অনুসারে সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রম বিভাগের সংজ্ঞা বিবৃত করলেন। তারপর তিনি যথাক্রমে দুই শ্রেণীবিভাগের মাধ্যমে অনাসক্তির প্রতিরোধী ক্রিয়া এবং আসক্তির অন্তঃক্রিয়ার বর্ণনা করলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ভীষ্ম সার্থক সভ্যতার বর্ণনা দিলেন"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মহাভারতের শান্তি-পর্বেও ষষ্টিতম অধ্যায় থেকে ভীষ্মদেব কর্তৃক তা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১. ক্রোধ না করা
২. মিথ্যা কথা না বলা
৩. সম্পদ সমানভাবে বিতরণ করা
৪. ক্ষমা করা
৫. বিবাহিত পত্নীর মাধ্যমেই কেবল সন্তান উৎপাদন করা
৬. মন এবং শরীরে শুদ্ধ থাকা
৭. কারও প্রতি শত্রুভাব পোষণ না করা
৮. সরল হওয়া

৯. ভৃত্য ও আশ্রিতদের পালন করা

১.৯.২৭ – দানধর্ম, রাজধর্ম, ও মোক্ষধর্ম, স্ত্রীলোক ও ভক্তদের কর্তব্যকর্ম –

তারপর তিনি বিভাগ অনুসারে দানধর্ম, রাজধর্ম, এবং মোক্ষধর্মসমূহ ব্যাখ্যা করলেন। তারপর তিনি স্ত্রীলোক এবং ভক্তদের কর্তব্যকর্মাদি সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত দুভাবেই বর্ণনা করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শক্তির সার্থকতা – ভগবানের শক্তি থেকেই সকলে শক্তিপ্রাপ্ত হয়; তাই সেই শক্তির ফলস্বরূপ সমস্ত ক্রিয়া ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবারূপে ভগবানকে অর্পন করা উচিত। নদী যেমন মেঘের মাধ্যমে সমুদ্র থেকে জল সংগ্রহ করে পুনরায় সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির উৎস থেকে লব্ধ আমাদের শক্তি ভগবানকেই ফিরিয়ে দিতে হবে। সেটিই হচ্ছে আমাদের শক্তির সার্থকতা।

১.৯.২৮ – ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ –

হে ঋষি, তারপর ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষলাভের উপায়াদি যথাপূর্বক বর্ণনা প্রসঙ্গে তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্মদেব ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বিভিন্ন বর্ণ এবং আশ্রমের কর্তব্য কর্ম সম্বন্ধে বিবৃত করেছিলেন।

(২৯-৩১) - ভীষ্মদেবের শেষ সময়

১.৯.২৯ – সিদ্ধযোগীদের অভিলাষী উত্তরায়ণের আগমন –

যখন বৃত্তি অনুযায়ী কর্তব্য-কর্মের বিষয়ে ভীষ্মদেব উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন সূর্যের গতিপথ উত্তর গোলার্ধের অভিমুখী হয়। সিদ্ধযোগীরা যাঁরা তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী মৃত্যুবরণ করতে চান, তাঁরা এই বিশেষ সময়টির অভিলাষ করে থাকেন।

১.৯.৩০ – ভীষ্মদেবের অবিলম্বে বাক্য রোধ, বিষয় থেকে মন প্রত্যাহার ও শ্রীকৃষ্ণে নির্নিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধকরণ –

অবিলম্বে সেই ব্যক্তিটি, যিনি সহস্র অর্থ সমন্বয়ে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিতেন, যিনি সহস্র সহস্র রণাঙ্গনে সংগ্রাম করেছিলেন এবং সহস্র সহস্র মানুষকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি বাক্য রোধ করলেন এবং সমস্ত বন্ধন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে সমস্ত বিষয় থেকে তাঁর মন প্রত্যাহার করে নিলেন; তাঁর নয়ন-সমক্ষে যে দীপ্তিময় উজ্জ্বল পীতবসনধারী চতুর্ভুজ আদি পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর দিকে তখন প্রসারিত নির্নিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত শরীর"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মৃত্যুর সময় যে বিষয় মানুষকে আকৃষ্ট করে, সেই অনুসারে তাঁর পরবর্তী জীবন শুরু হয়।

১.৯.৩১ – বাহ্য কার্যকলাপ রুদ্ধ ভীষ্মদেবের অপ্রাকৃতভাবে শ্রীকৃষ্ণ স্তব –

বিশুদ্ধ ধ্যানে মগ্ন হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করার ফলে তিনি জড় জাগতিক সমস্ত অশুভ বিষয় থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হলেন, এবং শরাঘাতে প্রাপ্ত সমস্ত দৈহিক বেদনার উপশম হল। এইভাবে তাঁর ইন্দ্রিয়াদির বাহ্যিক কার্যকলাপ তৎক্ষণাৎ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, এবং তিনি তাঁর জড়দেহ পরিত্যাগের সময় সমস্ত জীবের নিয়ন্তার উদ্দেশ্যে অপ্রাকৃতভাবে স্তব করতে লাগলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সূর্যের মতো, এবং মায়া বা বহিরঙ্গা জড়া-প্রকৃতি অন্ধকারের মতো।
  তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জড় কলুষ দূরীভূত হয়েছিল।

১.৯.৩২ – আত্মতৃপ্ত শ্রীকৃষ্ণে মতি বিনিযুক্ত হোক –

ভীষ্মদেব বললেন আমার চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা, যা এতদিন বিভিন্ন বিষয় এবং বৃত্তিগত কর্তব্যে নিয়োজিত ছিল, তা এখন সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণে বিনিযুক্ত হোক। তিনি সর্বদা আত্মতৃপ্ত, কিন্তু কখনো কখনো ভক্তকুলশ্রেষ্ঠ-রূপে তিনি এই জড় জগতে অবতরণ করে অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগ করেন, যদিও এই জড় জগৎ তাঁর থেকেই সৃষ্ট হয়েছে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সাত্বতপুঙ্গবে - ভক্তশ্রেষ্ট – কখনও তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতরণ করেন, আবার কখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে। উভয় রূপেই তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ। ভগবানের শুদ্ধভক্তদের তাঁর সেবা ছাড়া অন্য কোন বাসনা নেই, এবং তাই তাঁদের বলা হয় সাত্বত। ভগবান হচ্ছেন এই সমস্ত সাত্বতদের মধ্যে প্রধান।
- বাসনাকে ত্যাগ করা যায় না, তাকে কেবল শুদ্ধ করতে হয়।
- বিষয়ীদের সাথে ভগবানের আচরণ – যে সমস্ত সাধারণ মানুষ জড়া-প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করতে চায়, তাদের ভগবান যে কেবল সেই কার্যের অনুমোদন ও পর্যবেক্ষণ করেন তাই নয়, তাদের ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের জন্যও কোন প্রকার উপদেশ প্রদান করেন না।
- রাজ্যের রাজা যেমন বন্দী এবং মুক্ত উভয় প্রজারই শাসক, তেমনই ভগবানও সমস্ত জীবের নায়ক। কিন্তু ভক্ত এবং অভক্তের পার্থক্য অনুসারে তিনি তাদের সঙ্গে আচরণ করেন। অভক্তেরা কখনও ভগবানের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করে না, এবং তাই ভগবানও তাদের ক্ষেত্রে নীরব থাকেন; যদিও তিনি তাদের সমস্ত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন এবং কার্য অনুসারে ভাল বা মন্দ ফল প্রদান করে থাকেন।

১.৯.৩৩ – পরমেশ্বর ভগবানের সুন্দর রূপের বর্ণনা –

ত্রিলোকের (স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল) মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, তমালের মতো নীলাভ বর্ণযুক্ত, সূর্যকিরণের মতো নির্মল দীপ্ত বসনে বিভূষিত এবং কুঞ্চিত কেশদামে আবৃত মুখপদ্ম সমন্বিত দিব্য শরীরধারী এই অর্জুন-সখা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার কর্মফল-বাসনারহিত চিত্তবৃত্তি আসক্তি লাভ করুক।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ঐ"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- তাঁর অপ্রাকৃত দেহের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ সমগ্র ত্রিভুবনে, যথা স্বর্গ, মর্ত এবং পাতালে অত্যন্ত আকাঙ্খিত বস্তু।
- কেননা ভগবানকে যখন তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন রস সম্পর্কিত ভক্তের নামের সঙ্গে সংযুক্তভাবে সম্বোধন করা হয় তখন তিনি প্রীত হন।

১.৯.৩৪ – যুদ্ধক্ষেত্রেও ভগবানের কমনীয় রূপ –

যুদ্ধক্ষেত্রে (যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সখ্য বশত অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন) শ্রীকৃষ্ণের আলুলায়িত কেশরাশি অশ্ব খুরোত্থিত ধূলির দ্বারা ধূসর বর্ণ ধারণ করেছিল, এবং পরিশ্রমের ফলে তাঁর মুখমণ্ডল ঘর্মবিন্দুর দ্বারা সিক্ত হয়েছিল। তাঁর এই সমস্ত শোভা আমার তীক্ষ্ণ শরাঘাতের ক্ষতচিহ্নাদি দ্বারা প্রকটিত হয়ে তাঁর উপভোগ্য হয়েছিল। সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার চিত্ত ধাবিত হোক।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগাবনের চিন্ময় শরীরের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ অন্য ভক্তের দ্বারা তাঁর প্রতি কোমল পুষ্প নিবেদনেরই সমান।
- একজন মহান আচার্য এবং মাধুর্য রসে ভগবানের ভক্ত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সম্পর্কে এক অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে ভীষ্মদেবের তীক্ষ্ণ বানের দ্বারা ভগবানের দেহ যে আহত হয়েছিল, তা ভগবানের কাছে সম্ভোগচ্ছার প্রবল আবেগের ফলে প্রেমিকার দংশনের মতো আনন্দদায়ক।
- তাই ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত শ্রীভীষ্মদেবের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল তা ছিল দিব্য আনন্দের আদান-প্রদান।
- ভগবানের মহান ভক্ত ভীষ্মদেবের দ্বারা আহত হয়ে ভগবান আনন্দ উপভোগ করেছেন, এবং যেহেতু ভীষ্মদেব হচ্ছেন বীর রসের ভক্ত, তাই ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের রূপের প্রতি তিনি তাঁর মনকে একাগ্রীভূত করেছেন।

১.৯.৩৫ – ভগবানের কৃপা-কটাক্ষের দ্বারাই বিপক্ষ দলের আয়ু হরণ –

অর্জুনের আদেশ পালনার্থে তাঁর সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন এবং দুর্যোধনের সৈন্যদের মাঝখানে তাঁর রথটি নিয়ে গিয়েছিলেন,এবং তখন সেখানে তাঁর কৃপা-কটাক্ষের দ্বারাই বিপক্ষ দলের আয়ু হরণ করে নিলেন। শত্রুর দিকে শুধুমাত্র তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলেই তা সাধিত হল। আমার চিত্ত সেই শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ হোক।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – **"পরমেশ্বর ভগবান অর্জুনের সারথি হলেন"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- পার্থসখে – পরম আত্মা হওয়ার ফলে ভগবান কারোরই আজ্ঞাবাহক অথবা আদেশপালক নন, তা তিনি যেই হোন না কেন। কিন্তু তাঁর স্নেহের বশবর্তী হয়ে তিনি কখনো কখনো একজন প্রতীক্ষমান ভৃত্যের মতো তাঁর ভক্তের আদেশ পালন করেন। ভক্তের আদেশ পালন করে ভগবান প্রসন্ন হন, ঠিক যেন পিতা তার শিশুপুত্রের আদেশ পালন করে তৃপ্তি লাভ করে।
- ভগবানের কৃপা – তাই অর্জুনের শত্রুদের আয়ু হ্রাস করার অর্থ এই নয় যে ভগবান অর্জুনের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বিরোধী দলের প্রতি কৃপাপরায়ণ ছিলেন, কেননা তাঁর যদি সাধারণভাবে তাঁদের গৃহে দেহত্যাগ করতেন, তাহলে তাঁরা মুক্তি লাভ করতেন না, এখানে মৃত্যুর সময় ভগবানকে দর্শন করার সুযোগ হয়েছিল এবং তার ফলে তাঁরা সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। তাই ভগবান হচ্ছেন সর্বমঙ্গলময়, এবং তিনি যা করেন তা সকলের মঙ্গলের জন্যই।
- ভগবান সর্বদাই সর্বমঙ্গলময় – ভগবানের দিব্য কার্যকলাপ এমনই, এবং তা যিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন তিনিও তাঁর দেহত্যাগের পর মুক্তি লাভ করেন। ভগবান কোন অবস্থাতেই ভুল করেন না, কেননা তিনি পরম তত্ত্ব হওয়ার ফলে সর্বদাই সর্বমঙ্গলময়।

১.৯.৩৬ – অপ্রাকৃত জ্ঞান দান করে অর্জুনের অজ্ঞানতা দূর –

দূরস্থিত বৃহৎ সেনাবাহিনীর মুখগুলি এবং সেই সেনাবাহিনীর অগ্রভাগস্থিত স্বজন বীরপুরুষদের দর্শন করে আপাত অজ্ঞানের ফলে কলুষিত বুদ্ধির প্রভাবে অর্জুন যখন মনে করেছিলেন যে আত্মীয়-স্বজনের বিনাশের ফলে তাঁর পাপ হবে, তখন অপ্রাকৃত জ্ঞান দান করে যিনি সেই অজ্ঞানতা দূর করেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম আমার আসক্তির বিষয় হোক।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- তৎকালীন রাজা এবং বর্তমান মন্ত্রীরা – রাজা এবং সেনাপতিদের যুদ্ধের সময় সৈন্যদের সম্মুখে থাকতে হত। সাধারণ সৈনিক এবং ভাড়াটে সৈনিকেরা যখন শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হত, তখন তাঁরা বাড়িতে বসে থাকতেন না।
- অর্জুনের বুদ্ধি আপাতদৃষ্টিতে কলুষিত হয়েছে, কেননা তা না হলে দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ কলুষিত বদ্ধ জীবদের কল্যাণের জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশ দেওয়ার সুযোগ হত না।

১.৯.৩৭ – ভক্ত অভিলাষ পূরণার্থে ভগবানের স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ –

আমার অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য তিনি তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেও রথ থেকে নেমে এসে রথের চাকা তুলে নিয়েছিলেন এবং হস্তিকে বধ করার জন্য প্রবল বেগে ধাবমান সিংহের মতো পৃথিবী কম্পিত করে তিনি আমার দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। তখন তাঁর উত্তরীয়খানিও তাঁর শরীর থেকে পথে পড়ে গিয়েছিল।

১.৯.৩৮ – রণক্ষেত্রে ভগবানের ক্ষত-বিক্ষত রূপ –

রণক্ষেত্রে আমার তীক্ষ্ণ শরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তাঁর বিধ্বস্ত বর্ম নিয়ে রক্তাক্ত কলেবরে যেন রাগান্বিত হয়ে আমাকে বধ করার জন্য প্রবল বেগে আমার দিকে ছুটে এলেন, সেই মুক্তিদাতা ভগবান মুকুন্দ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার পরম গতি হোন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- চিন্ময় রস বিনিময় – তাঁকে রক্তাক্ত ও আহত অবস্থায় ভীষ্মদেবের সম্মুখে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তা তিনি করেছিলেন কারণ শুদ্ধ ভক্ত কর্তৃক উৎপন্ন আঘাতের দ্বারা অলঙ্কৃত ভগবানের চিন্ময় সৌন্দর্য তাঁর যোদ্ধাভক্ত দর্শন করতে চেয়েছিলেন। এটিই হচ্ছে ভগবান এবং তাঁর সেবকের মধ্যে চিন্ময় রস বিনিময়ের পন্থা।

🕮 ১.৯.৩৯ – ভগবানের পার্থসারথি রূপ –

মৃত্যুর সময় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার চেতনা সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হোক। দক্ষিণ হস্তে চাবুক এবং বাম হস্তে অশ্ব-বল্‌-গাধারী সর্ব উপায়ে অর্জুনের রথের রক্ষাকারী সারথিরূপে শোভমান শ্রীকৃষ্ণে আমি আমার চিত্ত একাগ্র করছি। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তাঁকে যাঁরা দর্শন করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁদের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সমাধি – ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত প্রেমময়ী সেবায় ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে তাঁর অন্তরে নিরন্তর ভগবানের উপস্থিতি দর্শন করেন। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্ত এক পলকের জন্যও ভগবানকে বিস্মৃত হন না। একে বলা হয় সমাধি।
- ভগবানের পার্থসারথি লীলাও নিত্য।
- ভগবানের নিত্যলীলা – ভগবানের সমস্ত লীলাই একে একে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে আবর্তিত হয়, ঠিক যেমন ঘড়ির কাঁটা এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে ঘুরে চলে। আর এই সমস্ত লীলায় পাণ্ডব এবং ভীষ্মদেবের মতো ভগবানের সমস্ত পার্ষদেরা তাঁর নিত্যসঙ্গী।
- ভগবানের সেনাবেশী রূপ ভীষ্মদেব অর্জুনের থেকেও অধিক আনন্দ সহকারে দর্শন করেছিলেন।

🕮 ১.৯.৪০ – শ্রীকৃষ্ণ-রূপে আকৃষ্ট ব্রজগোপিকারা –

আমার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ হোক, যাঁর সুন্দর গমনভঙ্গি, মধুর হাস্য এবং প্রেমপূর্ণ ঈক্ষণ ব্রজগোপিকাদের আকর্ষণ করেছিল। (রাসনৃত্য থেকে তাঁর অন্তর্হিত হওয়ার পর) ব্রজগোপিকারা তাঁর বিরহে উন্মত্তবৎ হয়ে তাঁর গমনভঙ্গি ও বিবিধ কার্যকলাপের অনুকরণ করেছিলেন।

🕮 ১.৯.৪১ – রাজসূয় যজ্ঞে পূজিত শ্রীকৃষ্ণ –

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমস্ত মুনি, ঋষি এবং শ্রেষ্ঠ নরপতিদের মহান সমাবেশ হয়েছিল, এবং সেই সভায় শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবানরূপে সকলের দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন। আমি তা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছিলাম, এবং তাঁর চরণে আমার চিত্ত নিবদ্ধ করার জন্য আমি সেই ঘটনা স্মরণ করছি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- নির্বিশেষ রূপের ধ্যান অত্যন্ত কঠিন – শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় (১২/৫) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবানের নির্বিশেষ রূপের ধ্যান অত্যন্ত কঠিন। প্রকৃতপক্ষে তা কোন ধ্যানই নয়, তা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র, কেননা তাতে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। ভগবদ্ভক্তেরা কিন্তু ভগবানের বাস্তব রূপ এবং লীলার ধ্যান করেন, এবং তাই ভক্তেরা ভগবানকে সহজে লাভ করতে পারেন।
- দুটি ধারণাই ভ্রান্ত –
  - ★ এ্যান্থ্রোপোমরফিজম্‌ – একজন অত্যন্ত মহান ব্যক্তি তাঁর মৃত্যুর পর ভগবান বলে পূজিত হন বলে যে অপপ্রচার করা হয়, তা অত্যন্ত ভ্রান্তিজনক, কেননা মৃত্যুর পর কেউই ভগবান হতে পারে না।
  - ★ তেমনই আবার পরমেশ্বর ভগবান কখনও মানুষ হতে পারেন না, এমনকি যখন তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকেন, তখনও নয়। মানুষের ভগবান হওয়ার যে মতবাদ (এ্যান্থ্রোপোমরফিজম্) তা কখনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বেলায় প্রয়োগ করা যেতে পারে না।

🕮 ১.৯.৪২ – অদ্বয় শ্রীকৃষ্ণ –

এখন আমি পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে আমার সম্মুখে উপস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করতে পারি, কারণ তাঁর সম্বন্ধে আমার দ্বৈতভাবের সমস্ত মোহ এখন দূর হয়ে গেছে। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও সকলের হৃদয়ে, এমনকি মনোধর্মীদের হৃদয়ে পর্যন্ত বিরাজ করেন। সূর্য ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিভাত হলেও সূর্য একটিই।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ব্রহ্মজ্যোতি এবং অন্তর্যামী পরমাত্মা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তা ব্রহ্মজ্যোতি অথবা পরমাত্মার সঙ্গে করা যায় না।

🕮 ১.৯.৪৩ – এভাবে শ্রীকৃষ্ণে চেতনা আবিষ্ট করে ভীষ্মদেবের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ –

সূত গোস্বামী বললেন, এইভাবে ভীষ্মদেব তাঁর মন, বাক্য ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দ্বারা তাঁর চেতনাকে পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্ট করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- নির্বিকল্প সমাধি – তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার সময় ভীষ্মদেব যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাকে বলা হয় নির্বিকল্প সমাধি, কেননা তিনি তখন ভগবানের চিন্তায় সমাহিত হয়েছিলেন এবং তাঁর চিত্ত ভগবানের লীলা স্মরণে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিল।
- ভগবদ্ভক্তির নটি মুখ্য অঙ্গ হচ্ছে- (১) শ্রবণ, (২) কীর্তন, (৩) স্মরণ, (৪) পাদসেবন, (৫) অর্চন, (৬) বন্দন, (৭) দাস্য, (৮) সখ্য, এবং (৯) আত্মনিবেদন। এই অঙ্গগুলির সবকটি কিংবা যে কোন একটি অভীষ্ট ফল প্রদানে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ, তবে তা সুদক্ষ ভগবদ্ভক্তের তত্ত্বাবধানে নিরন্তর অনুশীলন করতে হয়। প্রথম অঙ্গ শ্রবণ, সবকটি অঙ্গের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, এবং তাই চরমে যারা ভীষ্মদেবের মতো অবস্থা প্রাপ্ত হতে চান, সেই সমস্ত ঐকান্তিক সাধকদের পক্ষে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং তারপর শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত না থাকলেও মৃত্যুর সময় ভীষ্মদেবের মতো অপূর্ব অবস্থা লাভ করা যেতে পারে।
- মনুষ্য জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভীষ্মদেবের মতো মৃত্যুবরণ করা।

(৪৪-৪৯) - ভীষ্মদেবের প্রয়াণ এবং তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহ

🕮 ১.৯.৪৪ – সকলের মৌনভাব –

অন্তহীন পরব্রহ্মে শ্রীভীষ্মদেব মিলিত হয়েছেন জেনে সেখানে উপস্থিত সকলে দিবাবসানে পাখিদের মতো মৌনভাবে অবস্থান করতে লাগলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- অংশের কাজ পূর্ণের সেবা করা – একটি যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলি যেমন পূর্ণ যন্ত্রটির সেবা করে, ঠিক তেমনই ভগবান তাঁর বিভিন্ন অংশের দ্বারা সেবিত হন। কোন যন্ত্রের একটি অংশ যখন যন্ত্রটি থেকে আলাদা

করে দেওয়া হয়, তখন তার আর কোন গুরুত্ব থাকে না। ভগবানের সেবা থেকে যখন কোন অংশ বিচ্যুত হয়ে, যায় তখন তা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন হয়ে পড়ে।

- ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা – এই পারমার্থিক অনুপ্রেরণাকে বলা হয় ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। মুখ্যত এই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভগবদ্ভক্তির দ্বারা সফল হয়। জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে ব্রহ্ম বিষয়ক প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান; বৈরাগ্যের অর্থ হচ্ছে জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি।
- ভক্তি হচ্ছে অভ্যাসের দ্বারা জীবের স্বরূপের পুনরুদয়।

১.৯.৪৫ – স্বর্গ ও মর্ত্যবাসী সকলের সম্মান প্রদর্শন –

অতঃপর স্বর্গের দেবতাবৃন্দ এবং মর্ত্যরে মানবেরা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে দুন্দুভি ধ্বনি করলেন। সৎ প্রকৃতির রাজন্যবর্গ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন শুরু করলেন এবং আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- জয়ন্তী উৎসব – প্রামানিক শস্ত্রের মতে এই প্রকার জয়ন্তী উৎসব সাধারণ মানুষের জন্য নয়, তা তিনি জড়জাগতিক বিচারে যতই মহৎ হোন না কেন। সেটি ভগবানের প্রতি একটি অপরাধ, কেননা জয়ন্তী কেবল ভগবানের এই ধরাধামে আবির্ভাবের দিবসটি উদ্যাপন করার জন্যই নির্দিষ্ট।

১.৯.৪৬ – মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীষ্মদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন –

হে ভৃগুবংশতিলক (শৌনক), ভীষ্মদেবের মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্ষণিকের জন্য দুঃখে অভিভূত হলেন ।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- একজন মহান আত্মার বিরহ – ভীষ্মদেব যে জড় শরীর ত্যাগ করেছিলেন, তার বিচ্ছেদে তিনি দুঃখ অনুভব করেননি; তিনি দুঃখ অনুভব করেছিলেন একজন মহান আত্মার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় । ভীষ্মদেব যদিও ছিলেন একজন মুক্ত পুরুষ, তথাপি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করা ছিল একটি আবশ্যক কর্তব্য।

১.৯.৪৭ – সমস্ত মহর্ষিগণের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি এবং নিজ নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন –

সমস্ত মহর্ষিগণ গূঢ় বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা সেখানে উপস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্তন করলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন ।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবান ও ভক্তের আবাসস্থল – ভগবানের ভক্ত সর্বদাই ভগবানের হৃদয়ে থাকেন, আর ভগবানও সর্বদা ভক্তের হৃদয়ে থাকেন। সেটিই হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে তাঁর ভক্তের মধুর সম্পর্ক।
- ভক্তেরা তাই সরাসরিভাবে ভগবানের তত্ত্বাবধানে থাকেন । আর ভগবানও স্বেচ্ছায় তাঁর ভক্তের তত্ত্বাবধানে নিজেকে সমর্পণ করেন।

১.৯.৪৮ – শ্রীকৃষ্ণসহ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তিনাপুরে গমন এবং ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা প্রদান –

অতঃপর মহারাজ যুধিষ্ঠির অচিরেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণসহ তাঁর রাজধানী হস্তিনাপুরে গমন করে তাঁর জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও তাতপত্নী তপস্বিনী গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

১.৯.৪৯ – ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসন –

তারপর মহান ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি অনুসারে ধর্মের বিধান ও রাজকীয় নীতি-নিয়মাদি কঠোরভাবে পালন করে তাঁর পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন ।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- আদর্শ রাজা – রাজাকে প্রজাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পারমার্থিক প্রগতির ব্যাপারে সব সময় সচেতন থাকতে হয়। রাজার জানা উচিত যে মনুষ্য জীবন বদ্ধ আত্মাকে জড় জগতের বন্ধন থেকে-মুক্ত করার জন্য, এবং তাই তাঁর কর্তব্য হচ্ছে এই সর্বোচ্চ সিদ্ধিলাভের জন্য প্রজাদের যথাযথভাবে পরিচালিত করা। মহারাজ যুধিষ্ঠির নিষ্ঠা সহকারে এই কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন।